দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 SEP 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

199

ঢাকা ভার্সিটিতে ক্লাস শুরুঃ সমাবেশ মিছিল

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস গতকাল পুনরায় শুরু হয়েছে। মোট ৭৩ দিন অনির্ধারিত বন্ধের পর খোলার প্রথম দিনে কলাভবন প্রাঙ্গণে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের এক সম্মিলিত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার সংকল্প ব্যক্ত করে বলেন, 'এক্ষেত্রে আমাদের প্রতি সমগ্র জাতির সমর্থন রয়েছে।' ভিসির বক্তৃতার শুরুতেই সভাস্থলের এক অংশ থেকে ১১ জন ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ বাতিলের দাবী জানিয়ে শ্লোগান ওঠে। শ্লোগানের মুখে সভা শেষ করে দিয়ে মৌন মিছিলের কর্মসূচী শুরু করা হয়। তবে এ মিছিল এক পর্যায়ে দু'ভাগ হয়ে যায়।

সকালে বেশ কয়েকটি বিভাগে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাসে উপস্থিতির হার ছিল উল্লেখযোগ্য। সকালে ক্যাম্পাসে একটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। বিকট শব্দের এ বিস্ফোরণের উৎস সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি কিংবা এ শব্দের উৎস ক্যাম্পাস কিনা

(৫—এর পৃঃ দ্রঃ)

সমাবেশ মিছিল

(১-এর পৃঃ পর)

তাও জানা যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী কলাভবনের সামনে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সম্মিলিত সমাবেশ শুরু হয়। তবে ভাইস চ্যান্সেলর বক্তৃতা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের একটি অংশ নীরুসহ ১১ জন ছাত্রের বহিষ্কারের ঘোষণার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সভামঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় ভিসি দ্রুত তার বক্তৃতা শেষ করে মিছিল শুরুর ঘোষণা দেন। মিছিলটি লেকচার থিয়েটার ভবনের সামনে পৌঁছলে, অগ্রভাগ থেকে ছাত্রদল নেতা নীরুর মুক্তির দাবী এবং ক্যাম্পাসে পুলিশের অবস্থানের প্রতিবাদ জানিয়ে শ্লোগান ওঠে। অগ্রভাগ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে থাকলে মিছিলটি দু'ভাগ হয়ে যায়। ভিসি, প্রো-ভিসি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাকে সামনে রেখে শ্লোগান দিতে দিতে মিছিলের একটি অংশ ক্যাম্পাস এলাকা প্রদক্ষিণ করে। পরিশেষ এ পর্যায়ে মিছিলটি অনুসরণ করতে থাকে। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এ মিছিলটি প্রশাসনিক ভবনে এসে শেষ হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ১১ জন ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ বাতিলের দাবীতে ভিসি অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কয়েকজন শিক্ষকের হস্তক্ষেপে এ বিক্ষোভ বন্ধ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের ব্যানার বহন করে মৌন মিছিলটি পৃথকভাবে কার্জন হল ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ঘুরে প্রশাসনিক ভবনে এসে সমাপ্ত হয়। এখানে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান আবার সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধের জন্যে জাতীয় পর্যায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুনাগরিক সৃষ্টির জন্যে মত ও পথের ভিন্নতা ভুলে সকলকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। দূর করতে হবে অভিভাবকদের উদ্বেগ। তিনি আরও বলেন, "কোন ছাত্র শাস্তি পাক তা আমরা চাই না। তবে ক্যাম্পাসে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সন্ত্রাস প্রতিরোধে আমরা সফল হয়েছি। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযান চলবে। সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের চিহ্নিত করতে হবে।" প্রফেসর মান্নান শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্কের দূরত্ব কমিয়ে আনার আহবান জানান। তিনি মধ্য জুলাইয়ের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্যেও সকলের প্রতি আহবান জানান।

এ বক্তৃতার আগে ভাইস চ্যান্সেলর তার অফিসে কয়েকজন সাংবাদিককে বলেন, কর্মসূচী সফল হয়েছে। সন্ত্রাস চলতে দেয়া হবে না। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অটুট আছে এবং থাকবে। মিছিল দু'ভাগ হওয়া সম্পর্কে একজন সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসর মান্নান বলেন, এটি বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। মিছিলের সামনের অংশ দ্রুত এবং পেছনের অংশ ধীর গতির ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গতকাল দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সমাবেশে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল তরুণের আকস্মিক শ্লোগানের নিন্দা করা হয়। সভায় সদস্যরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, মৌন মিছিল শুরু করার পরেও এ সকল তরুণ বিশৃংখলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। সভায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তাদের চিহ্নিতকরণ এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যেও কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে ভিসি বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ছাত্রদের চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেন বলে

কনস্ট্যান্ট ইংল... —তাদের অনু... টেলিগ্রাফের ... কাপের ... পড়বে কিনা। ...সংগঠন কমিটির ... সদস্যদে... সম্ভবত কোন ... সব দলগু... পেলেই তার... সেগুলিকে ... পাঠিয়ে দেবেন ... বৈঠকে ...